০৫-০৫-১৭ প্রাতঃ-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছেন - এই যজ্ঞকে তোমরা ব্রাহ্মণরাই সামলাও, তাই তোমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।"

প্রশ্নঃ- অন্তিম সময়ে বাবা কোন বাচ্চাদেরকে সাহায্য করবেন?

উত্তরঃ- অন্তিম সময়ে যখন অনেক বিপর্যয় আসবে তখন যে বাচ্চারা ভালো সেবা করে তারা অনেক সাহায্য পাবে। যে বাবার সাহায্যকারী হবে, বাবাও তাকে সাহায্য করবেন।

প্রশ্নঃ- কোন্ মুখকে আশ্চর্য মুখ বলা হয়? কোথায় এর স্মৃতি চিহ্ন আছে?

উত্তরঃ- শিববাবা, যার নিজের কোনও মুখ নেই, তিনি যখন এই মুখের আধার নেন তখন এই মুখকেই আশ্চর্য মুখ বলা হয়। তাই তোমরা বাচ্চারা সামনে থেকে এই মুখ দেখার জন্য আসো। এরই স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে রুণ্ড মালাতে মুখ দেখানো আছে।

গীতঃ- কতই না মিষ্টি, কতই না প্রিয় ভোলা ভগবান শিব ...

ওম্ শান্তি। বেহদের বাবা বলছেন, আমি ৫ হাজার বছর পরে একবারই বাচ্চাদের মুখ দেখি। বাবার তো নিজের মুখ নেই। শিববাবাও পুরাতন শরীর লোন নেন। তাই তোমরা বাপদাদা দুজনের মুখই দেখ। সেইজন্যই বল যে বাপদাদার স্মরণ-ভালোবাসা স্বীকার করি। বাচ্চারা তো রুণ্ড মালা দেখেছে। তাতে মুখ দেখানো আছে। রুণ্ড মালা যেভাবে তৈরি করা হয় তোমরা শিববাবারও সেইরকম মুখ দেখ। এটা কেউই জানেনা যে শিববাবাও এসে শরীরের লোন নেন। তিনি এই ব্রহ্মার মুখের দ্বারা কথা বলেন। তাহলে এটা তো তাঁরই মুখ হয়ে গেল, তাই না। এইসময়ে বাবা কেবল একবারই এসে বাচ্চাদের মুখ দেখেন। বাচ্চারা জানে যে শিববাবা এই মুখটা লোন হিসাবে নিয়েছেন। এইরকম বাবাকে যদি নিজের বাড়ি ধার দেওয়া হয় তাহলে কত লাভ। সবার প্রথমে এর কান শোনে। হয়তো তোমরাও সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাও কিন্তু সবচেয়ে কাছে তো এর কানই আছে। তোমরা আত্মারা তো দূরে আছো। আত্মা কানের দ্বারা শোনে, তাই তাতে কিছুটা তফাৎ হয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা এখানে আসো সামনে থেকে এই মুখ দেখার জন্য। এটাই হল আশ্চর্য মুখ। যেহেতু শিবরাত্রি পালন করা হয়, তাই শিববাবা যিনি নিরাকার তিনি নিশ্চয়ই এসে প্রবেশ করেন। তাই তাঁরও দেশ এই ভারত। ভারত হল অবিনাশী পরমপিতা পরমাত্মার জন্মভূমি। কিন্তু তাঁর জন্ম অন্যান্য মানুষের মত নয়। তিনি নিজেই বলেন, আমি এসে এর মধ্যে প্রবেশ করে বাচ্চাদেরকে জ্ঞান শোনাই। অন্যান্য সমস্ত আত্মার নিজস্ব শরীর আছে। আমার কোনো শরীর নেই। শিববাবার ক্ষেত্রে সর্বদা লিঙ্গরুপ দেখানো হয়। যখন রুদ্র যজ্ঞ রচনা করে তখন মাটির গোল গোল লিঙ্গ বানায়। শালিগ্রাম গুলো ছোট ছোট বানায় এবং শিবলিঙ্গ বড় বানায়। বাস্তবে এইরকম ছোট বড় হয়না। এইরকম তো কেবল এইটা দেখানোর জন্য বানায় যে ইনি হলেন বাবা আর এরা হল সন্তান। তাদের পূজাও তো আলাদা ভাবে করে। বোঝে যে ইনি হলেন শিব আর এরা শালিগ্রাম। এইরকম তো বলে না যে এরা প্রত্যেকেই শিব। না, শিবলিঙ্গকে বড় বানায় আর শালিগ্রামগুলো ছোট ছোট বানায়। বাবার সাথে এরা সবাই হল তাঁর বাচ্চা। এইসব শালিগ্রামের পূজা কেন করা হয় সেটাও বাবা বুঝিয়েছেন।

কারণ তোমরা তো সবাই আত্মা, তাই না। তোমরা এই শরীরের দ্বারা ভারতকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাচ্ছ। শালিগ্রামরা শিববাবার শ্রীমৎ নিচ্ছে। রুদ্র শিববাবা এই জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছেন। শিববাবাও কথা বলছেন আর শালিগ্রামরাও কথা বলছে। এটা হল অমর কথা, সত্য নারায়ণের কথা। এই কথা মানুষকে নর থেকে নারায়ণ বানায়। তাঁর পূজাই সবথেকে উঁচু। আত্মা কখনও অনেক বড় হয় না। একেবারে বিন্দুর মত হয়। তার মধ্যে কত জ্ঞান থাকে, কত পার্ট ভরা থাকে। এত ছোট আত্মা বলছে যে আমি শরীরে প্রবেশ করে অভিনয় করি। শরীর তো কত বড়। শরীরে আত্মা প্রবেশ করার জন্য ছোটবেলা থেকেই অভিনয় করতে শুরু করে দেয়। প্রত্যেকেরই অনাদি অবিনাশী পার্ট মিলেছে। শরীর তো জড়। গর্ভাবস্থায় এর মধ্যে যখন চৈতন্য আত্মা প্রবেশ করে তখন শাস্তি খেতে থাকে। কীভাবে শাস্তি খায়? বিভিন্ন শরীর ধারণ করে এবং যাকে যে রূপে সে দুঃখ দিয়েছে সেটা সাক্ষাৎকার করতে থাকে। দন্ডও প্রাপ্ত হয়। তখন সে ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকে। এইজন্য গর্ভজেল বলা হয়। নাটক কত সুন্দর ভাবে বানানো হয়ে আছে। আত্মা কত না ভূমিকা পালন করে । সে প্রতিজ্ঞা করে যে আর কখনও পাপ করব না। এত ছোট আত্মা কত অবিনাশী পার্ট পেয়েছে। ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে তারপর তার পুনরাবৃত্তি করে। কত আশ্চর্যের, তাই না। এইসকল কথা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারাও বোঝে যে এইগুলোই যথার্থ কথা। এত ছোট বিন্দুর মধ্যে কত পার্ট ভরা আছে। অনেকেরই আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। গানও করে যে আত্মা হল তারার মত যা ভ্রুকুটির মাঝে থাকে। কত অভিনয় করে। এটাকেই বলা হয় সৃষ্টি। তোমরা তো জানো যে আমরা আত্মারা একটা শরীর ত্যাগ করে আরেকটা নিই। কত ভূমিকাতেই না অভিনয় করি। আমাদেরকে বাবা এসে বোঝাচ্ছেন। এই জ্ঞান কত উঁচু। দুনিয়াতে কারোর কাছেই এই জ্ঞান নেই। এও তো মানুষই ছিল, এখন বাবা প্রবেশ করেছেন। এমন নয় যে ইনি কোনো গুরু গোসাইয়ের শিষ্য, রিদ্ধি-সিদ্ধি শিখেছেন। কেউ কেউ তো মনে করে যে এটা কোনো গুরুর বরদান অথবা গুরুর শক্তি পেয়েছে। কিন্তু এখানে তো সম্পূর্ন আলাদা ব্যাপার। সামনে বসে শুনলে তোমাদের অনেক মজা হয়। জানো যে বাবা আমাদেরকে সামনে বসে বোঝাচ্ছেন। আমরা আত্মারা যতটা ছোট, বাবাও ততটা ছোট। তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। পরম মানে সুপ্রীম। তিনি ওপরের থেকেও ওপরে অবস্থিত পরমধামের নিবাসী। বাবা কত সূক্ষ্ম কথা শোনাচ্ছেন। শুরুর দিকে তোমরা কিছুই বুঝতে না। দিন প্রতিদিন তোমরা বাচ্চারা কত গভীর জ্ঞান পাচ্ছ। কে দিচ্ছেন? উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান। তিনি এসে বলেন, বাচ্চা। আত্মা কিভাবে অঙ্গের দ্বারা কথা বলে। বলা হয় যে ভ্রুকুটির মাঝে চমকায়। কিন্তু এটা তো কেবল কথার কথা, কারোর বুদ্ধিতেই আসেনা। কারোর কাছেই এই জ্ঞান নেই যে বোঝাবে। তোমাদের মধ্যেও খুব কমজনই এইসকল কথা বুঝতে পারে। যে বুঝতে পারে সে তারপর নিজে ভালো করে ধারণ করে এবং অন্যকেও ধারণ করায় অর্থাৎ বর্ণনা করে। যখন পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় তাহলে পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার তো অবশ্যই পাওয়া যাবে, স্বর্গের মালিক হওয়া যাবে। ওরা নিশ্চয়ই বাবার কাছ থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার পেয়েছেন। কিন্তু কোথায় উত্তরাধিকার দিয়েছেন? সত্যযুগে কি দিয়েছেন? অবশ্যই অতীতের কোনো কর্মের জন্য হবে। তোমরা এখন কর্মের তত্ব (থিওরি) বুঝতে পারছ। বাবা তোমাদেরকে এমন কর্ম শেখাচ্ছেন যার দ্বারা তোমরা এইরকম হয়ে যাও। তোমরা যখন থেকে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী হয়েছ তখন থেকে শিববাবা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা তোমাদেরকে এই জ্ঞান শোনাচ্ছেন। রাত-দিনের ফারাক। কত ঘোর অন্ধকার হয়ে গেছে। কেউই বাবাকে জানেনা যার কাছ থেকে আলো মিলবে। বলে যে আমরা হলাম অভিনেতা, এই কর্মক্ষেত্রে অভিনয় করতে এসেছি। কিন্তু আমরা কে, আমাদের পিতা কে - সেসব কিছুই জানেনা। সৃষ্টিচক্র কীভাবে আবর্তিত হয় সেটাও জানেনা। এইরকম গায়নও আছে যে নির্গুণ,

কুঁজো এবং প্রস্তর বুদ্ধিসম্পন্নদেরকেই তিনি এসে পড়ান। প্রদর্শনীতে অনেক বড় বড় ব্যক্তিও আসে। কিন্তু ওদের ভাগ্যে নেই। বাবা হলেন গরিব নেওয়াজ। ১০০ জনের মধ্যে অনেক কষ্টে হয়তো একজন সাহুকার উঠবে। তাদের মধ্যেও খুব কমজনই উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করবে। তোমরা হলে গরিব। মাতাদের কাছে তো অনেক টাকা থাকে না। কন্যাদের কাছে টাকা কোথা থেকে আসবে? মাতারা তো তবুও অর্ধাঙ্গিনী (হাফ পার্টনার) হয়। কন্যারা তো কিছুই পায়না। তারা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে অর্ধাঙ্গিনী হয়ে যায়। কিন্তু উত্তরাধিকারী হয়না। বাচ্চারা তো পুরো মালিক হয়ে যায়। তাই সবার প্রথমে বাবা এই কন্যাদেরকেই নিজের বানান। বিদ্যার্থী হওয়ার জন্য এরা ব্রহ্মচারী হয়, তার ওপর গরিব এবং পবিত্রও হয়। এদেরই পূজা করা হয়। সব এই সময়েরই কথা। তোমরাই এখন কর্ম করছ যার জন্য পরে পূজা হবে। শিব জয়ন্তী না হলে কৃষ্ণ জয়ন্তী হওয়া সম্ভব নয়। তোমরা জানো যে শিব জয়ন্তীর পরেই কৃষ্ণ এবং রাম জয়ন্তী হয়। শিব জয়ন্তী হলে জগৎ পিতা এবং জগৎ মাতারও জন্ম হয়। তাহলে নিশ্চয়ই জগতের উত্তরাধিকারই পাওয়া যাবে। তোমরা সমগ্র দুনিয়ার মালিক হও। জগৎ মাতা হলেন জগতের মালিক। জগৎ আম্বার অনেক মেলা হয়। ব্রহ্মার এত পুজা হয়না। কারণ বাবা মাতাদেরকেই আগে রাখেন। শিব শক্তি মাতাদেরকেই সবাই ঠোক্কর মেরেছে, বিশেষ করে তাদের পতিরা। ইনি হলেন সমস্ত পতিদের পতি। কন্যাদেরকে বোঝানো হয় যে জগৎ আম্বার সন্তানরা তো মাস্টার জগৎ আম্বা হবে। কন্যারাও মাম্মার মতোই কাজ করছে। তোমরাও মাম্মার মতো ত্রিকালদর্শী। এখানে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই আছে। কারণ এটা তো প্রবৃত্তি মার্গ। মাতারাই বেশি আছেন। তাদের নামই প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মার নামও এতটা প্রসিদ্ধ নয়। সারসিদ্ধ ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মার পূজা করে। দুই ধরণের ব্রাহ্মণ হয় – সারসিদ্ধ এবং পুষ্কর্নি। যারা শাস্ত্র শোনায় তারা আলাদা। এইসকল কথা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। কিভাবে এই চক্র আবর্তিত হয়, কিভাবে আমি আসি। এটা তো প্রতিজ্ঞা করা আছে যে ৫ হাজার বছর পরে পুনরায় শোনাব। গীতেও এইরকম আছে। যেটা অতীত হয়ে যায় সেটা তারপর ভক্তিমার্গে গায়ন করা হয়। এটা তো অনাদি ড্রামা, কখনও তৈরি হয়নি। এর কোনো আদি মধ্য অন্ত নেই। এটা তো চলতেই থাকে। কিভাবে চলে সেটা বাবা এসে বোঝাচ্ছেন। তোমাদেরকেই ৮৪ জন্ম ভোগ করতে হয়। তোমরাই ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বর্ণতে আসো। শিববাবা এবং ব্রাহ্মণ দুজনকেই অন্তর্হিত করে দিয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রচনা হয়। ব্রাহ্মণরাই যজ্ঞ সামলায়। কোনো পতিত তো যজ্ঞ সামলাতে পারবেনা। যখন কেউ যজ্ঞ রচনা করে তখন বিকারে যায়না। তীর্থযাত্রার সময়েও বিকারে যায় না। তোমরা তো রুহানি যাত্রা করছ। তাই বিকারে যাওয়া যাবে না। নাহলে বিঘ্ন পড়ে যাবে। তোমাদের এই যাত্রা হল রুহানি। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসি। মাকড়ের মতো সবাইকে নিয়ে যাব। ওখানে আমরা আত্মারা থাকি। ওটা হল পরমধাম, যেখানে আত্মারা থাকে। তারপর আমরা এখানে আসি, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হই। এখন আবার ব্রাহ্মণ হয়েছি। যে ব্রাহ্মণ হবে সেই স্বর্গতে যাবে। সেখানেও দোলনায় দুলবে। ওখানে তো তোমরা রত্ন জড়িত দোলনাতে দুলবে। শ্রীকৃষ্ণের দোলনাকে কত সুন্দর ভাবে সাজায়। সবাই তাকে ভালোবাসে। গায়ন করে – ভজ রাধে গোবিন্দ, চল বৃন্দাবন... তোমরা এখন বাস্তবে সেখানে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছ। জানো যে এখন আমাদের মনস্কামনা পূরণ হচ্ছে। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় পুরীতে যাচ্ছ। জানো যে বাবা কিভাবে নিয়ে যান। মাখনের থেকে চুল বের করার মত। বাবা তোমাদেরকে কোনো কষ্টই দেননা। কত সহজে বাদশাহী দেন। বাবা বলছেন, এখন যেখানে যেতে হবে সেই কৃষ্ণপুরীকে স্মরণ করো। প্রথমে বাবা তোমাদেরকে অবশ্যই ঘরে নিয়ে যাবেন। তারপর সেখান থেকে স্বর্গতে পাঠিয়ে দেবেন। এখন তোমরা শ্রীকৃষ্ণপুরীতে যাচ্ছ ভায়া শান্তিধাম। যেমন ভায়া

দিল্লি যেতে হয়। এখন বুঝতে পারছো যে আমরা ফেরত যাচ্ছি। আবার কৃষ্ণপুরীতে আসব। আমরা তো শ্রীমৎ অনুসারে চলছি। তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে, পবিত্র হতে হবে। তীর্থযাত্রার সময়ে সর্বদা পবিত্র থাকে। পড়াশুনাও করার সময়েও ব্রহ্মচারী থাকে। পবিত্রতা অবশ্যই প্রয়োজন। বাবা তবুও বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ করান। এইসময়ের পুরুষার্থই কল্প কল্প থেকে যাবে। তাই পুরুষার্থ তো করতেই হবে। এটা তো অনেক বড় স্কুল। তাই অবশ্যই পড়তে হবে। স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন। একদিনও পড়া বন্ধ করা চলবে না। এটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ন পড়া। এই বাবাও কখনও বন্ধ করেননি। এখানে তোমরা বাচ্চারা সামনে বসে ঝুলি ভরতে পারবে। যত পড়বে ততই নেশা চড়বে। কোনো বন্ধন না থাকলে থেকে যেতে পারো। কিন্তু মায়া এমনই যে বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়। অনেকেই আছে যারা আসার জন্য ছুটি পায়। বাবা বলছেন, পুরো সতেজ (রিফ্রেশ) হয়ে যাও। বাইরে চলে গেলে আর সেই নেশা থাকেনা। কেবল মুরলী পড়লেই অনেকের নেশা চড়ে যায়। অনেক বিপর্যয় আসবে। সেই সাহায্য পাবে যে সাহায্যকারী হবে, ভালো সেবা করবে। অন্তিম সময়ে সে সাহায্যও পাবে। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) এই পড়া হল সবথেকে গুরুত্বপূর্ন। স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন। তাই একদিনও পড়া বন্ধ করা যাবে না। রোজ জ্ঞান খাজনা দিয়ে ঝুলি ভর্তি করতে হবে।

২) এটা পড়ার সময়, এখন তোমরা যাত্রা করছ। রুদ্রযজ্ঞ সামলানোর জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। কোনো বিকারের বশীভূত হয়ে বিঘ্ন দেওয়া উচিত নয়।

বরদান:- হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতার দ্বারা সহযোগের অধিকার প্রাপ্ত করে উৎসাহ-উদ্দীপনাতে উড়তে থাকা তীব্র পুরুষার্থী হও।

যে সন্তান দূরে থাকলেও বাবার হৃদয়ের কাছে আছে সে সহযোগের অধিকার প্রাপ্ত করে এবং অন্তিম সময় পর্যন্ত সে সহযোগ পেতে থাকবে। তাই এই অধিকারকে স্মৃতিতে রাখলে কখনও দুর্বল, উদাস কিংবা পুরুষার্থের ক্ষেত্রে সাধারণ পুরুষার্থী হবে না। বাবা তো সংযুক্ত (কম্বাইন্ড) আছেনই। তাই উৎসাহ উদ্দীপনার দ্বারা তীব্র পুরুষার্থী হয়ে আগে এগোতে থাকো। দুর্বলতা অথবা উদাসী বাবাকে দিয়ে দাও। নিজের কাছে শুধু উৎসাহ উদ্দীপনা রাখো।

স্লোগান:- প্রত্যেক পদক্ষেপ শ্রীমৎ অনুসারে রাখলে সম্পূর্ণতার লক্ষ্য নিকটে চলে আসবে।